দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 30.11.84 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 6 ... কলাম ... 1 ... ...

007

পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা

যা আশংকা করা গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত এবারেও তাই ঘটেছে। গত কয়েক বছরের মতো এ বছরও পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ক্লাস নাইনের পাঠ্যপুস্তক ন্যায্যমূল্যে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না—যদিও ইতিমধ্যেই ঐ ক্লাসে পড়ানো শুরু হয়ে গেছে। ঐ ক্লাসের বই কোন কোনটা এখনো ছাপানোর কাজ চলছে, কোনটা রয়েছে বাঁধাইকারদের কাছে।

আর অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ীরা এই সুযোগটাকে বেশি মুনাফা অর্জনের কাজে লাগাচ্ছে। তাদের কাছে যে সব বই আছে সেগুলো তারা চড়াদরে বিক্রি করছে আর সেগুলোও নোটবই ছাড়া বিক্রি করতে চাইছে না। নোটবইও তারা বিক্রি করছে অধিক মূল্যে।

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এই ধরনের কান্ডকারখানা চলে আসছে স্বাধীনতার পর থেকেই। প্রায় প্রতিবছরই বই বাজারজাত করতে দেরী হয়ে যায়। কখনো কখনো বই বাজারে পৌঁছে মার্চ মাস পেরিয়ে যাবার পর। বই কিনতে হয় লাইন করে। বই বিক্রি হয় কালোবাজারে। বই-এর জন্য কয়েক বছর আগে একবার ছাত্র ও অভিভাবকরা বিক্ষোভ মিছিল পর্যন্ত করেছে।

অনেক দেরী করে শেষ পর্যন্ত যে বই বেরোয় তারও মান প্রশ্নাতীত নয়। অনেক বই-এর ছাপা এমন খারাপ থাকে যে তা পাঠোদ্ধার করা যায় না। এমন কাগজে ছাপা হয়, যার ফলে বই কিছুদিন ব্যবহার করলেই তা ছিঁড়ে যায়। এমন বাঁধাই করা হয়, যার ফলে কিছুদিন পরেই পাতাগুলো আলগা হয়ে যায়। সব মিলিয়ে একটা দায়সারা ও অবহেলার ছাপ দেখতে পাওয়া যায় আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলো সরবরাহের ব্যাপারে। সর্বোপরি ঐ বইগুলোর রচনাশৈলী, বিন্যাস, ভাষা ইত্যাদি নিয়ে সুধীমহল প্রতিবছরই নানারকম প্রশ্ন তুলে থাকেন।

আমরা বুঝতে পারি না, কেন এমন হয়? কেন পাঠ্যপুস্তক-গুলোর মান এত অবনত? কেন তাতে এত ভুল থাকে? ছাপা এত খারাপ হওয়ার কারণ কি? আর কেনইবা ফি-বছর যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক বাজারে এসে পৌঁছে না? না, আমরা কারো কাছে কৈফিয়ত তলব করছি না। প্রশ্নের জবাব চাইছি না। শুধু এই অবস্থার অবসান দাবী করছি।